

## বিশ্বামের সুযোগ

শাব্বাথ অপরাহ্ন

শাস্ত্রপাঠ: মার্ক ২:১-১২; ১ রাজাবলি ১৮; ১৯:১-৮; গীত ৩৪:১৮; মথি ৫:১-৩;  
গীত ৭৩:২৬।

মুখস্থপদ :“সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত  
হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?”  
(গীত ২৭:১)।

যীশু পৃথিবীতে এমন অনেক লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন যারা অসুস্থ ও মৃত্যু-পথযাত্রী ছিল। জনতার বিশাল ভীড় যন্ত্রণা থেকে নিরাময় ও বিশ্রাম লাভের জন্য যীশুর কাছে এসেছিল। যীশু সব সময়ই তাদের সুস্থ করেছেন এবং বিশ্রাম দিয়েছেন।

কখনও কখনও যীশু তাদেরকে পুরোপুরি সুস্থ করার জন্য কোন বাক্য বলেছেন। অথবা, যীশু একজন রোগীকে স্পর্শ করেছেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ সুস্থ করেছেন। অনেক সময় যীশু রোগীকে তার পথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর, রোগীটি বাড়ির পথ ধরে যেতে যেতে নিরাময় লাভ করেছে। যীশু পুরুষ, মহিলা ও শিশু, যিহূদী, অ-যিহূদী ও ধনী, নির্বিশেষে সকলকে সুস্থ করেছেন। তিনি অবহেলিত দরিদ্রদেরও সুস্থ করেছেন। যীশু ঘণ্য ব্যাধি ও জটিল সমস্যা নিয়ে ভেদাভেদ করেননি। তিনি জন্মান্নকে সুস্থ করেছেন। তিনি কুষ্ঠকে সুস্থ করেছেন। কুষ্ঠ ছিল তখন একটি ভয়াবহ চর্মরোগ। যীশুর সময়ে, কুষ্ঠ রোগীরা সুস্থ লোকদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত। কুষ্ঠরোগীরা যখন নগরে প্রবেশ করত, তারা ‘অশুচি, অশুচি’ বলে চোঁচাতো যেন সাধারণ লোকেরা সতর্ক হয়ে দূরে অবস্থান করে। তখন যীশু তৎকালিন মারাত্মক কুষ্ঠরোগ অপেক্ষাও অধিক জটিল সমস্যা সমাধান করেছেন: মৃত্যু।

চলতি সপ্তাহে, সুস্থতার ভিন্ন দুটি দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি দেব: (১) একজন খুবই অসুস্থ ব্যক্তি যে নিজের থেকে যীশু কাছে আসতে অপারক; এবং (২) একজন ব্যক্তি যে দেখতে সুস্থ কিন্তু তার নিরাময় দরকার।

আমরা আরও জানতে চাইব, “যখন আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে ঈশ্বর আমাদের নিরাময় প্রার্থনার উত্তর দেন না, তখন কি হয়?” তখন আমরা কিভাবে বিশ্রাম খুঁজে পাই?

রবিবার

আগস্ট ১৫

নিরাময়কারী বিশ্রাম (মার্ক ২:১-৪)

যখন আমরা অসুস্থ থাকি, তখন আমাদের সব থেকে বেশি বিশ্রাম দরকার। আমাদের দেহের বিশ্রাম দরকার হয় যেন আমরা পুরোপুরি নিরাময় লাভ করতে পারি।

অধিকন্তু আমাদের মনেরও বিশ্রাম দরকার। মাঝেমাঝে আমরা এমন কিছু দ্বারা অসুস্থ হই যা আমাদের জীবনকে বিপদে/ঝুঁকিতে ফেলে না। হতেপারে, আমাদের সর্দি কিংবা মাথাব্যথা হয়। আমরা বিছানায় শুয়ে থাকি এবং আমাদের করণীয় কাজগুলো করতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না।

কখনও কখনও আমরা এমন রোগে আক্রান্ত হই যা আমাদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে না। সচরাচর আমরা শুয়ে জেগে থাকি এবং রোগ পরীক্ষার কথা ভাবি। আমরা হয়ত ভাবতে থাকি, ‘এটা কেন হলো?’ আমরা কি আমাদের বাজে অভ্যাস ও অস্বাস্থ্যকারী জীবন আচরণের জন্য ভুগি? ২০ বছর আগে গ্রহণ করা মাদকের প্রভাবে কি আমরা ভুগি? কয়েক বছর আগে অর্জন করা অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি? অথবা, কেউ জানে না এমন কোন গোপন পাপের কি শাস্তি ভুগছি?

মার্ক ২:১-৪ পদ পড়ুন। এই পদের ঘটনা কি?

ঘটনার এই ব্যক্তি তার বাহু কিংবা পা নাড়াতে পারছে না। ‘দি ডিজায়ার অব এজেস’ বইয়ের ২৬৭-২৭১ পৃষ্ঠা থেকে আমরা এর কারণ জেনেছি। লোকটি অতীতে লজ্জাস্কর কিছু অপরাধ করেছিল। তার পাপের পরিণতি হল এই ব্যাধি। ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করতে পারেননি।

আমাদের বর্তমান জীবনের মন্দ ঘটনার কারণ হিসেবে আমরা সাধারণত আমাদের অতীত জীবনকে অভিযুক্ত করি। কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে কিংবা অন্যকে দেওয়া এই দোষারোপ আমাদেরকে নিরাময় করে না।

আমাদের জীবন নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কখনও এই দুঃখ-ব্যথা, রোগ-ব্যাদি কিংবা যাতনা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পাপের কারণে এই গ্রহে রোগ-ব্যাদি এসেছে। ঈশ্বর আমাদেরকে অনুসরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি দিচ্ছেন। এই বিধানগুলো আমাদেরকে বর্তমানে একটি ভালো জীবন উপভোগে সাহায্য করতে পারে।

সু-সংবাদ হল এই যে, আমরা অসুস্থ কিংবা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাদের বিশ্রাম দিতে পারেন। আমার অসুস্থতার কারণ আমি নিজের হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাকে বিশ্রাম দিতে পারেন। আমার শৈশবে আমার পিতামাতা যদিও আমরা সঠিক পরিচর্যা না নিয়েও থাকেন, তথাপি ঈশ্বর আমাকে বিশ্রাম দিতে পারেন। হতেপারে, আমি এমন বিকলাঙ্গতা নিয়ে জন্ম নিয়েছি যা চিকিৎসা বিজ্ঞানী কিংবা ডাক্তার সমাধান করতে পারেনি, তথাপি ঈশ্বর আমাকে বিশ্রাম দিতে পারেন। ঈশ্বর জানেন কিভাবে আমাকে বিশ্রাম দিতে হয়।

যখন কেউ অসুস্থ হয়, তখন তার অসুস্থতা নিয়ে কোন দোষাদোষী করতে শুরু করবেন না। একই সঙ্গে, আমাদের অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারাটা কিভাবে আমাদেরকে উন্নত জীবন অনুসন্ধানে সহায়তা করে?

.....  
.....

সোমবার

আগস্ট ১৬

কারণ শুধরে নেওয়া (মার্ক ২:৫-১২)

পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির চারজন বন্ধু ছিল। যীশু যে ঘরে ছিলেন, এই চার বন্ধু সেই ঘরের ছাদ খুলেছিল। পরে, চার বন্ধু অসুস্থ লোকটিকে নিচে যীশুর কাছে নামিয়ে দিয়েছিল। যীশু কি এই মহাপাপীকে নিরাময় করবেন? যীশু কি এই পীড়িতকে দূরে সরিয়ে নিতে বললেন?

যীশু কিভাবে লোকটিকে নিরাময় করেন? যীশু লোকটির জন্য প্রথমে কি করেন? উত্তরের জন্য মার্ক ২:৫-১২ পদ পড়ুন।

আমাদের দেহে যাবৎ না অসুস্থতার চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাবৎ আমরা জানি না যে, আমরা পীড়িত। অধিকন্তু আমরা ভাবি যে, এই চিহ্নগুলো অসুস্থতার লক্ষণ।

আমরা ভাবি যে, এই লক্ষণগুলো দূর করতে পারলে আমরা সুস্থ হয়ে যাব। অসুস্থতার প্রতি যীশুর একটি ভিন্ন দৃষ্টি রয়েছে। তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ-যতনার প্রকৃত কারণ জানেন। তাই, তিনি প্রথমে কারণ শুধরাতে চান।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির ঘটনায় যীশু প্রথমে রোগের লক্ষণ নিরাময় করলেন না। যীশু প্রথমে তার অন্তঃকরণ নিরাময় করেন। লোকটি তার অপরাধ গভীরভাবে উপলব্ধি করে। অপরাধবোধ তাকে চূর্ণ করেন। লোকটি তার রোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের হতে তার বিচ্ছেদের ব্যাপারটি অধিক গভীরভাবে উপলব্ধি করে। একজন ব্যক্তি যখন ঈশ্বরে আশ্রয় নেয়, তখন সে যে কোন মাত্রার ব্যথা কিংবা যাতনা সহ্য করতে পারে। সুতরাং, যীশু লোকটির ব্যাধির 'মূলে' গেলেন এবং তাকে প্রথমে ক্ষমা সাধলেন।

যীশু যখন লোকটিকে ক্ষমা করেন, তখন ধর্মীয় নেতারা বিরক্তি সহকারে অবাধ হয়। একমাত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যীশু নিজেকে কি ভাবেন? যীশু তাদের অন্তঃকরণের ক্রোধপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনতে পান। উত্তরে যীশু নেতাদের একটি প্রশ্ন করেন।

মার্ক ২:৮, ৯ পদ পড়ুন। ধর্মীয় নেতাদের যীশু কি প্রশ্ন করেন? যীশু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তঃকরণের কোন বিষয়টা দেখাতে চান?

আমরা ক্ষমা দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা ক্রুশের প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন আমরা দেখি যে, ক্ষমা কতটা মহামূল্যবান। ক্ষমার দাম হিসেবে ঈশ্বরের পুত্রকে তাঁর জীবন দিতে হল। অসুস্থ লোকটিকে সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যীশু দেখান যে, ক্ষমা কতটা বাস্তব/আবশ্যিক।

যীশু প্রথমে আমাদের ভিতরটাও নিরাময় করতে চান। পরে, তিনি হয়ত কখনও কখনও আমাদের দেহের নিরাময় করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যথায় আমাদেরকে হয়ত যীশুর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের পরিদ্রাণকর্তা চান, আমরা যেন সে পর্যন্ত তাঁর প্রেম ও ক্ষমায় বিশ্রাম নেই।

আমরা যেভাবে নিরাময় প্রার্থনা করি, সেভাবে যখন আমরা উত্তর পাই না, তখন কিভাবে আমরা বিশ্রাম ও শান্তি খুঁজে পেতে পারি?

## পলায়ন (১ রাজাবলি ১৮)

আপনি কি জানেন বিশ্বব্যাপী এক নম্বর অসুস্থতা কোনটি? একটি দুঃখিত/বিষণ্ন আত্মা ও মন। দুঃখিত হওয়াটা একটি পাপ নয়। একটি দুঃখিত আত্মার মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের প্রতি লোকটির কোন বিশ্বাস ও আস্থা নেই। মাঝেমাঝে আমরা ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে পড়ি। আবার কখনও কোন ভয়াবহ ঘটনার পর খুব দ্রুত বিষণ্ন হয়ে পড়ি। কর্মিল পবর্তে এলিয়ের অভিজ্ঞতার পর ঠিক সেটাই হয়েছিল। এলিয়ের ঘটনা আমাদের এটা দেখায় যে, জীবনে সংঘটিত বড় কোন ঘটনার পর একজন ব্যক্তি মনমরা ও ক্লান্তি বোধ করতে পারে।

১ রাজাবলি ১৮ অধ্যায়ে, এলিয় সম্প্রতি একটি অলৌকিক কাজ দেখলেন। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে আগুন প্রেরণ করলেন। তিন বছর অনাবৃষ্টির পর সম্প্রতি ঈশ্বর এলিয়ের প্রার্থনার উত্তরে বৃষ্টি দিলেন। পরে ঈষেবল এলিয়ের বিরুদ্ধে হুমকি দিল। এত বড় অলৌকিক কাজ দেখার পর, এলিয় কেন ঈষেবলের ভয়ে পালালেন? উত্তরের জন্য ১ রাজাবলি ১৯:১-৫ পদ পড়ুন।

বিগত ২৪ ঘণ্টা ছিল এলিয়ের জন্য কঠিন ও ক্লান্তির সময়। ঈষেবলের তরফ থেকে আসা এই হুমকি ও কঠিন অভিজ্ঞতার কারণে এলিয় খুব বিষণ্ন ছিলেন। আমাদের মনে আছে যে, যখন ৮৫০ জন বালদেবের পূজারীকে হত্যা করা হয়েছিল তখন এলিয় সেখানে ছিলেন (১ রাজাবলি ১৮:৪০)। এলিয় নিজেও হয়ত তাদের কাউকে হত্যা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, এই অভিজ্ঞতা হয়ত একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জন্য যথেষ্ট মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, কিংবা এতে অংশগ্রহণকারীর জন্য হয়ত আরও অধিক চাপের হতে পারে।

সুতরাং, এলিয় দৌড়াতে শুরু করলেন। তিনি অনেক দূরে চলে যেতে চেষ্টা করলেন। অনেক সময় আমাদেরও এলিয়ের মত হয়। পরিস্থিতি যখন খারাপ হয় তখন আমরা দৌড়াই। আমরা হয়ত দৌড়ে হিমযন্ত্রের (রেফ্রিজারেটর) দিকে যাই। আমরা তখন হয়ত কিছু খেয়ে নিজেদের সুখি করতে চেষ্টা করি। কখনও হয়ত আমাদের সমস্যা এড়াতে ঘুমানোর চেষ্টা করি। আমরা হয়ত ভালবাসা পাবার জন্য নতুন কাউকে খুঁজি। অথবা, নতুন কোন চাকরি খুঁজি কিংবা একটি নতুন বাসস্থান খুঁজি। কখনও হয়ত আমরা অত্যাধিক মাত্রায় কাজ করি। অনেকে হয়ত যন্ত্রণার অনুভূতিকে ভোঁতা করার জন্য ঔষধ/মাদক সেবনের চেষ্টা করে। আমাদের আত্মার বিশ্রাম কেড়ে নেওয়া সমস্যা থেকে পালানোর জন্য আমরা এসব করে থাকি। পরিশেষে, এসব কেবল আমাদের আসল সমস্যাকে আড়াল করে। ওসব

এর কোন সমাধান দিতে পারে না। অধিকন্তু, যখন আমরা আমাদের সমস্যা থেকে পালাবার চেষ্টা করি, তখন বরং আমাদের সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়।

বুধবার

আগস্ট ১৮

দৌড়বার শক্তি নেই (১ রাজাবলি ১৯:৪)

এলিয় আর দৌড়াতে পারছিলেন না। সুতরাং, তিনি প্রার্থনা করেন। তিনি কর্মিল পর্বতে ধর্মীয় নেতাদের সামনে, বালদেবের পূজারীদের সামনে, রাজ-কর্মচারীদের সামনে এবং সাধারণ জনতার সামনে যেভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, এখন তিনি ভিন্নভাবে প্রার্থনা করছেন (১ রাজাবলি ১৮:৩৬, ৩৭)। এই প্রার্থনা ছিল সাধারণ, সংক্ষিপ্ত ও আশা বর্জিত।

১ রাজাবলি ১৯:৪ পদে, এলিয় বলেন যে, তিনি তার পূর্ব-পুরুষদের থেকে উত্তম নন। তিনি কি বিষয়ে বলছিলেন?

.....  
.....

এলিয় যখন দৌড় খামালেন, তিনি অপরাধবোধে ভুগতে থাকলেন। পরে, তিনি দেখেন যে, তার দৌড়ে পালাবার কারণে ইস্রায়েল জাতি উন্নত জীবনের একটি সুযোগ হারাবে। তাকে যাদের দরকার, তিনি সেই লোকদের নিচু/নত করছিলেন। এ ব্যাপারে তার কিছু করার ছিল না। তিনি তার নিজের স্বরূপ দেখতে পেলেন।

এলিয়র মত সময় আমাদের সবার আসে। নিজের স্বরূপ দেখাটা একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। সুতরাং, ফিলিপীয় ৩:৯ পদে বর্ণিত বাইবেলের প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে। যীশুতে আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক করবে। যখন আমরা যীশুতে থাকি, তখন ঈশ্বর যীশুকে যেভাবে দেখেন, আমাদেরও সেভাবে দেখবেন। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের প্রত্যাশিত আশা দেয়।

একই সঙ্গে, আমাদের মনে নিতে হবে যে, জীবন কঠিন। একটি ব্যথিত হৃদয় নিজেদের প্রতি ঘৃণা আনতে পারে। কখনও কখনও আমরা মনে করি যে, মৃত্যুই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

এলিয়র একই উপলব্ধি হয়েছিল। তার বোঝা ছিল অত্যন্ত ভারী। তার হৃদয়ের সেই ভারী বোঝা বহন করা ছিল তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সে-কারণে তিনি বলেন, “এই যথেষ্ট; হে সদাপ্রভু, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আপন পিতৃপুরুষদের হইতে আমি উত্তম নহি” (১ রাজাবলি ১৯:৪)।

সু-সংবাদ হল এই যে, ঈশ্বর এলিয়ের প্রতি ক্রোধাঘ্নিত হননি। যখন আমরা আমাদের আত্মার বিষণ্ণ অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করি, তখন আমাদের অবস্থা আমাদের থেকে ঈশ্বর ভালো জানেন।

“হয়ত আপনার কাছে এ-মুহূর্তে কোন প্রমাণ নেই যে, ত্রাণকর্তা আপনাকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখছেন। কিন্তু তিনি দেখছেন। আপনি হয়ত তাঁর স্পর্শ উপলব্ধি করতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর প্রেমের ও করুণার হাত আপনার উপরে রয়েছে।” –ঈলেন জি হোয়াইট, স্টেপ্স টু থ্রাইস্ট, পৃষ্ঠ: ৯৭।

ঈশ্বর জানেন, আমরা তাঁর প্রত্যাশিত কাজ নিজেদের থেকে করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তিশালী নই (১ রাজাবলি ১৯:৭)। কিন্তু অধিকন্তু ঈশ্বর অপেক্ষায় থাকেন যেন আমাদের প্রতি তাঁর সাহায্য আসার আগে আমরা পলায়ন না করি।

গীত ৩৪:১৮; মথি ৫:১-৩; গীত ৭৩:২৬; এবং যিশাইয় ৫৩:৪-৬ পদ পড়ুন। এই পদগুলো আপনাকে কি সান্ত্বনা ও আশা দেয়?

বৃহস্পতিবার

আগস্ট ১৯

বিশ্রাম ও বেশি কিছু (১ রাজাবলি ১৯:৫-৮)

ঈশ্বর জানেন এলিয় দৌড়ে ক্লান্ত হয়েছেন। ঈশ্বর আরও জানেন যে, এলিয় দৈহিকভাবে যতটা ক্লান্ত হয়েছেন, তার থেকে বরং মানসিকভাবে অধিক বিষণ্ণ হয়েছেন। এলিয়ের আত্মারও বিশ্রাম দরকার। এলিয় অপরাধ বোধের এক ভারী বোঝা বহন করছেন। ঈশ্বর এলিয়কে ক্ষমা করেন এবং বিশ্রাম দেন। পরিশেষে, এলিয় ঘুমাতে পারেন ও সতেজ হন।

আমরা হয়ত মনে করি এটাই গল্পের শেষ। কিন্তু তা নয়। ঈশ্বর আমাদের যে বিশ্রাম দেন তা ঘুমিয়ে দেহের ক্লান্তি দূর করা অপেক্ষা বেশি কিছু। ঈশ্বর

আমাদের যে বিশ্রাম দেন তা আমাদের আত্মার নিরাময় দেয়। এই নিরাময় দিতে ঈশ্বর তাড়াহুড়া করেন না।

এলিয় এখন কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরের জন্য ১ রাজাবলি ১৯:৫-৮ পদ পড়ুন।

বিশ্রামের পর এলিয় কি করেন? তিনি আবার দৌড়াতে শুরু করেন! কিন্তু এবার ঈশ্বর তার দৌড়ের দায়িত্ব নেন। ঈশ্বর বুঝতে পারেন যে, আমরা পাপপূর্ণ একটি পৃথিবীতে বাস করছি। তাই, জীবন আমাদের ব্যথিত করে তুলতে পারে। একটি বিষণ্ণ হৃদয় আমাদেরকে আমাদের সকল সঙ্কট থেকে দূরে ছোটাতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সঠিক পথে দৌড়াতে সাহায্য করতে পারেন। তিনি চান আমরা তাঁর দিকে দৌড়াই। যখন আমরা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে দৌড়াই, তখন তিনি আমাদেরকে তাঁর “ঈশ্বর শব্দকারী ক্ষুদ্র এক স্বরের” (১ রাজাবলি ১৯:১২) প্রতি বাধ্য হতে শিক্ষা দিবেন। এই স্বর হচ্ছে আমাদের অন্তরে কথা বলা তাঁর স্বর। যখন আমরা ঈশ্বরের স্বরের বাধ্য হই, তখন আমরা বিশ্রাম পাব।

এলিয় একটি রোতম গাছের নিচে শুয়ে পড়েন এবং মৃত্যু কামনা করতে থাকেন। তিনি মনে করেন যে, তার সুদিন শেষ। শায়িত অবস্থা থেকে উঠে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ছোট্টা শক্তি এলিয়ের ছিল না। তাই, ঈশ্বর এলিয়কে তার প্রয়োজনীয় শক্তি দেন। ঈশ্বর আমাদেরকেও একটি উত্তম ভবিষ্যত দিতে পারেন।

ঈশ্বর এলিয়ের জন্য কি বিস্ময়ের পরিকল্পনা করছিলেন? উত্তরের জন্য ১ রাজাবলি ১৯:১৫, ১৬ এবং ২:১১ পদ পড়ুন।

ঈশ্বর জানেন যে, এলিয়ের সামনে সুন্দর দিনগুলো অপেক্ষা করছে। এলিয় যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা দ্বারা জীবন যাপন করতে শিখবেন এবং তাঁর বিশ্রাম গ্রহণ করবেন, তখন এলিয়ের নিরাময় আসবে। ঈশ্বরের পক্ষে পৃথিবীতে করার জন্য তখনও এলিয়ের কিছু কাজ ছিল। ঈশ্বর আরও জানেন যে, এলিয় স্বর্গ থেকে আবার আগুন নামাবেন (২ রাজাবলি ১:১০)। এলিয় নৈরাশ্য নিয়ে রোতম গাছের নিচে



মরবেন না। তিনি অগ্নিময় একটি রথে চড়বেন। এই উড়ন্ত রথ তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চিরদিন বিশ্রাম করবেন।

আপনি যখন চরম উদ্ভিগ্নের মধ্যে থাকেন, তখন এলিয়ের গল্প আপনাকে ঈশ্বরে বিশ্রাম সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়? এই গল্প আপনাকে আশা ত্যাগ না করার ব্যাপারে কিভাবে শিক্ষা দেয়?

.....

.....

শুক্রবার

আগস্ট ২০

অতিরিক্ত আলোচনা: “জীবন পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন আমাদের সুখী কিংবা অসুখী করে। কিন্তু আমাদের জীবন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের ইচ্ছা বা উপলব্ধিকে পরিবর্তন করতে পারে না। ঈশ্বর বদলান না। তিনি গতকাল যেমন ছিলেন, আজও তেমন আছেন। আগামীদিনও তিনি তেমনই থাকবেন। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রেমে পূর্ণ আস্থা রাখতে এবং সন্দেহ না করতে বলেন।” –ঈলেন জি হোয়াইট, *ইন হ্যাভেনলি প্লেসেস*, পৃষ্ঠা: ১২০।

“ঈশ্বরের প্রতি অবিরাম দৃষ্টি রাখুন। আপনার গভীর হৃদয় থেকে তাঁকে বিশ্বাসের প্রার্থনা উৎসর্গ করুন। তাঁর শক্তি আঁকড়ে ধরুন। তিনি আপনার প্রার্থনা শুনলেন কিনা, সে প্রমাণ হয়ত থাকছে না। তথাপি সামনে এগিয়ে যান। এমন আচরণ করুন যেন ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত আপনার প্রার্থনা তাঁর সিংহাসনে পৌঁছেছে এবং ঈশ্বর প্রতিটির উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হয় না। এগিয়ে চলুন। আপনার হৃদয় থেকে তাঁর গুণগান করুন। যখন আপনি ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত, তখনও গান করুন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের বলছি: ঈশ্বর হতে আলো আসবে। আনন্দ আমাদের হবে। কুয়াশা ও মেঘ দূর হবে। আমরা ছায়া ও অন্ধকার থেকে স্বয়ং ঈশ্বরের জ্যোতির দিকে এগিয়ে যাব।” –ঈলেন জি হোয়াইট, *সিলেক্টেড মেসেজ*, গ্রন্থ: ২, পৃষ্ঠা: ২৪২, ২৪৩।

## আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। যারা মনে-প্রাণে ব্যথিত ও ক্লান্ত তাদেরকে সাহায্য করার উপায় বোঝা অধিকন্তু কঠিন। যারা রোগে-শোকে ভুগছে, আপনার মণ্ডলী তাদেরকে সাহায্য করার উপায় কিভাবে রপ্ত/শিক্ষা করতে পারে?

২। ঈশ্বরের সাক্ষাতে আন্তরিক ও সৎ হবার জন্য আমরা অধিকন্তু কঠোর শ্রম দেই। বাইবেলের লেখকরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাদের উপলব্ধি কিভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেটা দেখার জন্য কিছু গীত/স্তুতিগান পড়ুন। ঈশ্বরের সঙ্গে এবং একে অন্যের সঙ্গে আন্তরিক হবার জন্য আমাদের নিজ মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের কিভাবে উৎসাহিত করতে পারি?

৩। যখন আমরা অত্যন্ত ব্যথিত থাকি তখন প্রার্থনা করা কঠিন। যারা নিজেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে না, তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের প্রার্থনা করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। আমাদের এটা স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কেন যে, প্রার্থনা কোন আবেগ নয়? হতেপারে, আমরা অত্যন্ত ব্যথিত, ভীত, উদ্ভিগ্ন কিংবা হতাশ। এই উপলব্ধিগুলোর মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কোন বিশ্বাস কিংবা আস্থা নেই। আমাদের অবশ্যই কেন স্মরণে রাখতে হবে যে, সঙ্কটকালে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

৫। আমাদের অতীতের খামখেয়ালি জীবনাচরণের কারণে আমরা অনেকে রোগে ভুগি। মার্ক ২ অধ্যায়ে বর্ণিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির কাহিনী থেকে আমরা কি আশা পাই?